মেহেরপুরে বজ্রপাতে কৃষক নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা সেন্টার পাড়া গ্রামে কৃষি জিেমিত কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন হেলাল উদ্দিন নামের এক কৃষক। আজ (১২ আগস্ট) বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টার দিকে বজ্রপাতে নিহত হন ওই কৃষক। বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে মাঠ থেকে হেলাল উদ্দীনের মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা । নিহত হেলাল উদ্দিন (২৫) হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মকলেছুর রহমানের ছেলে।

স্থানীরা ইউপি সদস্য মোহন আলী জানান, হেলাল উদদীন তার নিজ জমিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন। দুপুর দুইটার দিকে আকাশে অনেক মেঘ ও বৃষ্টি শুরু হয় এবং বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। অন্যান্য কৃষকরা জমির পাশ দিয়ে যাবার সময় হেলাল উদ্দীনের মরদেহ দেখে তার পরিবারের লোকজনকে খবর দেন। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন নিহত হেলালের মরদেহ উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে আসেন।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) বজলুর রহমান জানান, বজ্রপাতে নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মুজিবনগরে করোনা প্রতিরোধে চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেনের জনসচেতনামূলক প্রচারনা ও মাস্ক বিতরণ

“শোক থেকে শক্তি শোক থেকে জাগরণ”
মেহেরপুরের মুজিবনগরে স্বাধীনতার মহান স্হপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলায় লকডাউন শিথিল এর মাঝে মানুষ যেন কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক পরিধান করে এবং স্বাস্হবিধি মেনে চলে এই জন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে জনসচেতনামূলক কর্মসূচি ও

মাস্ক বিতরণ করেছেন উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।
বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে এই জনসচেতনামূলক কর্মসূচি ও সাধারণ মানুষের মাঝে ৬ শত মাস্ক বিতরণ করা হয়।
জনসচেতনামূলক কর্মসূচি ও মাস্ক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্হিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সদস্য দিলিপ মল্লিক,ফৈরদোস হোসেন মেন্তা,শংকর বিশ্বাস সহ মহিলা সদস্য, গ্রাম পুলিশ সদস্য ও পরিষদের কর্মচারিবৃন্দ।

মেহেরপুর ইউথ এ্যাসেম্বীলির উদ্যোগে অসহায় কে আর্থিক সহায়তা প্রদান

মেহেরপুর ওয়েভ ফাউন্ডেশন কতৃক পরিচালিত ইউথ এ্যাসেম্বীলির উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যাম নগর গ্রামের ডাবলু শেখ কে চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য বৃহস্পতিবার সকালে ৫০০০ টাকা তুলে দেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা।

বিগত ২৪ জুলাই মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলার চকশ্যাম নগরের ডাবলু শেখ কে পুরন্দপুর গ্রামে তার শশুড় বাড়িতে থাকা অবস্থায় কিছু মানুষ আর্তকিত হামলা চালিয়ে মারাত্বক জখম করে।
মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে অবস্থার অবনতি দেখা রাজশাহী মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করে । বর্তমানে তার অবস্থা মোটামুটি ভালো কিন্তু তার পারিবারিক অবস্থা এতটায় খারাপ যে ঔষধ কিনে খাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না । ডাবলু পেশায় একজন সেলুন র্কর্মী । এমনতো অবস্থায় মেহেরপুর ইউথ এ্যাসেম্বীলি’র যুগ্ম-আহবায়ক নাছরিন বিষয়টি জানতে পারে এবং নিজেদের উদ্দ্যেগে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করেন।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ইউথ এ্যসেম্বীলির উপদেষ্টা সাব্বির ও রকি এবং সংগঠনের আহবায়ক তানভির শাহরিয়ার, যুগ্ম-আহবায়ক নাছরিন সহ স্বাধীন, নাবিল, উজ্জল, শাহিবুল, অনিক, নুসরাত,

শ্রাবনী, মিতু ও মিনু ।

মেহেরপুরে সাংবাদিক ফজলুল হক মন্টুর পিতার ইন্তেকাল

মেহেরপুরে মায়ের মৃত্যুর মাত্র চার দিনের ব্যবধানে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ফজলুল হক মন্টুর পিতা ইসাহাক মিয়া
(৮২) ইন্তেকাল করেছেন।(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

বুধবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল হাসপাতালে নেওয়ার পর পরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

উল্লেখ্য গত শুক্রবার ফজলুল হক মন্টুর মাতা শাহানারা বানু মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

মেহেরপুরে নতুন করে ৩৫ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-৩

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৩৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন ৩ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ১২ জন, গাংনীতে ১৯ জন, মুজিবনগর ০৪ জন।

বুধবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ৩২৬

টি। তারমধ্যে ৩৫ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৪৫১ জন। তার মধ্যে সদরে ১১৮ জন, গাংনীতে ২৪৭ জন এবং মুজিবনগরে ৮৬ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৬২ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৭৪ জন, গাংনী ৫৩ জন ও মুজিবনগরে ৩৫ জন।

এসময় তিনি সকলকে সামাজিক দুরত্ব,নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া,মাস্ক ব্যবহার, জন-সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাচি কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যাবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

গাংনী লকডাউন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ১৭৪ জনের জরিমানা

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে তৃতীয় ধাপের লকডাউন বাস্তবায়নে বিভিন্ন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছেন গাংনী উপজেলা প্রশাসন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ,র্যাব,পলিশ,বিজিবি,আনসার সদস্যদের সাথে নিয়ে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম । আবার কোনো কোনো সময় তারই নের্তৃত্বে গাংনী উপজেলান বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম। উপজেলার পৌর শহরসহ বিভিন্ন হাটবাজার,গ্রামের চায়ের দোকানেও হানা দেয় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারি দল। এ অভিযানে আইন ভঙ্গের অপরাধে কাউকে দেয়া হয়েছে অর্থদন্ড এবং কাউকে দেয়া হয়েছে হুশিয়ারী। নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে অন্যকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা ছিল উপজেলা প্রশাসনের। লকডাউন বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশানের ভুমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

জানা গেছে, দেশে সরকার ঘোষিত ঠোর লকডাউন শুরু হয় ২৩ জুন ২০২১ তারিখ থেকে। পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় তিন বার সাত দিন করে বৃদ্ধি

করা হয়। কঠেঅর লকডাউনের মোট কার্যদিবস ছিল ২১ দিন। ২১ দিনে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের চায়ের দোকান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য মতে উপজেলায় মোট ভ্রাম্যমাণ আদালত এর সংখ্যা ০১/০৬/২১ হইতে ২৯/০৬/২১ তারিখ পর্যন্ত আইন ভঙ্গের অপরাধে ৯৬ টি মামলা হয়েছে। এদের বিভিন্ন ভাবে অর্থ দন্ড প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ৯৬ টি মামলায় জরিমানা করা হয় ৪৭ হাজার ৭০০ টাকা।

এছাড়াও ১লা জুলই ২০২১ হইতে ৩০ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত ৭৮ জনকে অর্থ দন্ড প্রদান করা হয়। ৭৮ জন ব্যাক্তিকে অর্থ দন্ডের মাধ্যমে আদায় করা হয় ৪০ হাজার ৬০০ টাকা। দন্ডবিধি ১৮০ এর ২৬৯ম ধারায় সকলকে অর্থ দন্ড প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসকল ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাজমুল আলম ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ম্যেসুমী খানম।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেন, মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি,দোকানপাট বন্ধের নির্দেশনা মানুষকে ঘরে রাখার চেষ্টায় ছিল আমাদের মুল উদ্দেশ্য। যারা একেবারেই আইন কিংবা সরকারি বিধি নিষেধকে মানতে চাইনি তাদেরকেই কেবল মাত্র মোবাইল কোর্টের আওতায় এনে সতর্কতামুলক জরিমানা করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন এলাকায় আমাদের আগমন বা উপস্থিতি টের পেয়ে মানুষ দোকাপাট ছেড়ে বাড়ি চলে গেছেন। আমাদের অভিযান সফল বলে মনে করেছি তখনই,যখন মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষ স্বাস্থ্য বিধি মেনে মাস্ক পরে ঘরের বাইরে প্রয়োজনে বেরিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী,র্যাব,পুলিশ,বিজিবি ও আনসারদের আমরা যখন ডেকেছি তারাও আমাদের কাজে যথা সময়ে সাড়া দিয়েছে। শর্তসাপেক্ষে লকডাউন শিথিল করা হয়েছে। শর্তভঙ্গ করলে তাদের বিরদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুরে সোনালী ব্যাংক এর উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ

সেনালী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ও অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত ও সোনালী ব্যাংকের অসহায় দরিদ্র গ্রাহক সহ ৩২৫ জনের মধ্যে এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

জেলা প্রশাসক ড মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খাদ্য সহায়তা বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এসময় উপস্থিত ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, সাবান, তেল, মশলা, মাস্ক ও ১ হাজার নগদ অর্থ সহ বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য বিতরণ করা হয়।

এ সময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মেহেরপুর জেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন, পি.পি পল্লোব ভট্টাচার্য,স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম, সোনালী ব্যাংক চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার নাজমুল হক, মেহেরপুর শাখার সহকারি জোনাল ম্যানেজার হুমায়ুন ছাড়াও সোনালী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মেহেরপুর শাখার অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে নতুন করে ৩১ জন

করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-১

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৩১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন ১ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ০৯ জন, গাংনীতে ১৭ জন, মুজিবনগর ০৫ জন।

মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৯৬ টি। তারমধ্যে ৩১ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৪৫৬ জন। তার মধ্যে সদরে ১২৬ জন, গাংনীতে ২৩৭ জন এবং মুজিবনগরে ৯৩ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৫৯ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৭১ জন, গাংনী ৫৩ জন ও মুজিবনগরে ৩৫ জন।

এসময় তিনি সকলকে সামাজিক দুরত্ব,নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া,মাস্ক ব্যবহার, জন-সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাচি কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যাবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সকাল থেকে লাইনে দাড়িয়েও মেলেনি টিকা

কোভিড -১৯ করোনা ভাইরাসের টিকা শেষ হয়ে গেছে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। মঙ্গলবার ৫০টি ডোজ থাকলে তা বেলা সাড়ে নয়টার ভিতরে শেষ হয়ে যায়। সকাল থেকে লাইনে দাড়িয়ে থেকেও মেলেনি টিকা অভিযোগ গ্রহীতাদের।

উপজেলার সোনাপুর গ্রামের হাফিজা খাতুন অভিযোগ করেন মোবাইলে মেসেজ পেয়ে তিনি করোনা ভাইরাসের ১ম ডোজ টিকা নেওয়ার জন্য সকাল ৭ টা থেকে লাইনে দাড়িয়ে আছেন কিন্তু দায়িত্বে থাকা হাসপাতালের

লোকজন লাইনে না দাড়িয়ে অবৈধ্যভাবে নিজের পরিচিত জনদেরকে আগে টিকা দিয়ে দেওয়ার কারনে আমরা সাধারণ মানুষ সকাল থেকে দাড়িয়ে থেকেও টিকা পাচ্ছিনা।

শেষে সকাল ১০টার দিকে আমাদের বলল টিকা শেষ আপনারা চলে যান টিকা আসলে আপনাদের জানানো হবে।এ রকম ভাবে মোবাইলে মেসেজ আসার পরেও টিকা না পেয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে অনেককে। তারা কবে টিকা পাবে তার নিশ্চয়তা পাচ্ছেনা টিকা গ্রহীতারা।

এ বিষয়ে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডা: মুজিবুর রহমান বলেন, টিকা কম থাকার কারনে এ রকম অপ্রীতিকর ঘটনার কথা শুনেছি। পরবর্তীতে যাতে মেসেজ পাওয়ার পরে আগে আসলে আগে পাবে এই ভিত্তিতে টিকা দেওয়া হবে। আর যে সকল টিকা গ্রহীতা টিকা না থাকার কারনে মেসেজ পাওয়ার পরেও টিকা পায়নি তাদের কে পরবর্তীতে টিকা দেওয়া হবে। আমরা ইতিমধ্যে টিকার চাহিদা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছি। আশা করি কয়েক দিনের ভিতরে আমরা ১ম ডোজের টিকা পেয়ে যাব। তিনি আরো জানান গতকাল থেকে আমরা ২য় ডোজের টিকা দিচ্ছি কিন্তু দুঃখের বিষয় যথাসম্ভব আমাদের ২য় ডোজের টিকাও শেষ হয়ে যাবে।

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর হিসাব অনুযায়ী ২য় দফায় গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত উপজেলার ৮ হাজার ৪ শত জন করোনা ভাইরাসের ১ম ডোজ টিকা পেয়েছেন । গত ১১ই জুলায় করোনা ভাইরাসের ২য় দফা সিনোর্ফাম এর টীকা দেওয়া শুরু হয় ১০ আগষ্ট পর্যন্ত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স করোনা টিকার ৩ হাজার ভয়েল পেয়েছেন। ভয়েল প্রতি ২ জন করে ৬ হাজার জন কে টিকা দেওয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। তাছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে গনটিকার আওতায় ২ হাজার ৪শত জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। ২য় ডোজে টিকা পেয়েছেন ১শত ভয়েল যা ১০ জন করে ১ হাজার জনকে দেয়া হবে।

মুজিবনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন

আহত

মুজিবনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেদি (২১) ও রাজ ◌ু(২০) নামে ২ জন আহত হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় বল্লভপুর আনন্দবাস সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, বল্লভপুর-আন্দবাস সড়কে আনন্দবাস থেকে ২টি মটরসাইকেল ওভার স্পিডে রেস দিয়ে বল্লভপুরের দিকে আসছিল এ সময় বাগোয়ান তেকোনা পুকুর সংলগ্ন ঘাস বোঝায় ভ্যান গাড়ি কে ওভারটেক করার সময় রেস প্রদানকারী ২ মটরসাইকেলের হ্যান্ডেল বারে পাশাপাশি বেঁধে যাওয়ার ফলে মারাত্মক দুর্ঘটনার স্বীকার হয় একটি মটোরসাইকেল, দুর্ঘটনা কবলিত মটরসাইকেলটি চালক গোপালনগর গ্রামের মৃত আরশাদ আলীর ছেলে মেহেদী এবং আরোহী একই গ্রামের রাজ এর ছেলে রাজু আহত হয়।

স্থানীয় পথচারিরা তাদের উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

গাড়ির চালক মেহেদীর অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর কর্তব্যরত চিকিৎসক মেহেদীকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।